ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ১০/০১/২০১৮ ।।

হেমন্ত দেববর্মা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নব নির্মিত ভবনের উদ্বোধন

খোয়াই, ১০ জানুয়ারী ।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুলাশিখর ব্লকের বেহালাবাড়ীতে হেমন্ত দেববর্মা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাকা বাড়ীর উদ্বোধন হল। ৫ কোটি ৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৪ কক্ষ বিশিষ্ট ১০ শয্যার নব-নির্মিত পাকা বাড়ীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা বলেন, প্রতিটি মানুষের হাতের নাগালে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে নিয়ে যেতে কর্মসূচী অনুযায়ী সরকার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক, মহকুমা ও জেলা হাসপাতাল নির্মাণ করছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গ্রামস্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সম্প্রসারিত হওয়ায় রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার কমছে। সরকার মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করছে। মানুষ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন।

রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ আছে বলেই উন্নয়ন হচ্ছে। তিনি শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, একসময় চিকিৎসার জন্য রোগীকে কাঁধে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হত। এখন স্বাস্থ্য পরিষেবা হাতের কাছে চলে এসেছে। উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ দেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এন ডার্লং। উপস্থিত ছিলেন এম.ডি.সি গুরুপদ দেববর্মা, নির্বাহী বাস্তুকার দিলীপ দেববর্মা, সি.এম.ও এইচ দারিং প্রমুখ।

কমলপুরে পথ নাটক সপ্তাহ

কমলপুর, ১০ জানুয়ারী ।। কমলপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং কমলপুর স্কাউট ও গাইডসের ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি মহকুমায় অনুষ্ঠিত হয়েছে পথ নাটক সপ্তাহ। এ উপলক্ষ্যে মহকুমার হালহালী, দুরাই শিববাড়ী, ঘাটি চৌমুহনী, মানিকভান্ডার ও নোওয়াগাঁও বাজার চৌমুহনীগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে পথনাটক। শান্তি সম্প্রীতির উপর এই পথনাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়।

পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

পানিসাগর, ১০ জানুয়ারী ।। এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ৮ জানুয়ারী পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাদল চৌধুরী মহকুমা হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুবোধ দাস, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস ও অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ তপন কুমার দাস। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে পানিসাগরে প্রথমে ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু হয়েছিল। পরবর্তিতে এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি ২০১২ সালে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত হয়। এখন এই গ্রামীণ হাসপাতালটি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট মহকুমা হাসপাতাল হতে চলেছে।

পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা সরকারের একটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। তিনি বলেন, গ্রামস্তরেও এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্যের ৯৫ শতাংশ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুবোধ দাস। সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন অরুন্ধতী দাস।

জম্পুইজলায় সাংস্কৃতিক কর্মশালা

জম্পুইজলা, ১০ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং যুগলকিশোরনগর লোকরঞ্জন শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ৮ জানুয়ারী জম্পুইজলা মহকুমার প্রভাপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আয়োজিত সাতদিন ব্যাপি সাংস্কৃতিক কর্মশালার সমাপ্তি হয়েছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মশালার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈকত কুমার চৌধুরী, জম্পুইজলা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের আধিকারিক বিদ্যা মোহন জমাতিয়া। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীরা মামিতা, লেবাংবুমানি লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। কর্মশালায় ২২ জন শিল্পী প্রশিক্ষণ নেন।

এন এস আর সি সি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন
দীপা কর্মকারে আমরা থেমে থাকতে চাই না
প্রশিক্ষকদের
সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় খুঁজে বের করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা,০৯ জানুয়ারী । রাজ্যের ক্রীড়া জগতের মানচিত্রে যুক্ত হলো আরও একটি পালক। আজ দুপুরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এন এস আর সি সি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এক সময় রাজ্যের হয়ে যারা বিভিন্ন খেলার মাঠ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তারা যেমন এই অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে হাজির হয়েছিলেন তেমনি দলে দলে ভিড় জমিয়েছিলো খুদে খেলোয়াড়রা যাদের চোখে একরাশ স্বপ্ন। খেলার অঙ্গণে ত্রিপুরাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরার প্রত্যয় এবং অঙ্গীকারও উচ্চারিত হয়েছে এই অনুষ্ঠান থেকে। এই স্টেডিয়াম দেখে নিজের উচ্ছ্বাস যেমন চেপে রাখতে পারেননি রাজ্যের সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার তেমনি এই স্টেডিয়ামের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন এক সময় লন টেনিসে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা জয়দীপ মুখার্জী।

স্টেডিয়ামটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন, যে উৎকৃষ্টমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো তৈরী হলো তার সদ্ব্যবহার করে ভবিষ্যতে আমরা যাতে আরও সফল ক্রীড়াবিদ্ ত্রিপুরা থেকে ভারতবর্ষকে উপহার দিতে পারি তার প্রয়াস আন্তরিকভাবে জারী রাখতে হবে। তা করা না গেলে সমস্ত প্রয়াস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এর জন্য আজ এই অনুষ্ঠান থেকে শপথ নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা রাজ্যেই ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা ধরণের কাজ চলেছে। আরও কিছু নতুন কাজ হাতে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আসাম রাইফেলস ময়দানের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই মাঠটিকে খেলাধূলার জন্য ব্যবহার করতে ক্রীড়াপ্রেমীদের দাবীর বিষয়টি বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নানা অজুহাতে এই মাঠটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই মাঠটির পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষকে আরও তিনটি বিকল্প মাঠ দেখানো হলেও তাদের কাছ থেকে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার তাদের দাবী থেকে সরে আসবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মাঠকে ব্যবহার করার দাবী ত্রিপুরার ক্রীড়াপ্রেমীদের দীর্ঘ দিনের।

দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই কমপ্লেক্সটিকে আধুনিকমানের করে গড়ে তোলার জন্য ও এন জি সি-র সঙ্গে কথা হয়েছে। এই স্টেডিয়ামটি নির্মাণে ২৫০ কোটি টাকার মতো ব্যয় হবে। তিনি বলেন, ও এন জি সি যে টাকা দিতে সম্মত হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ও এন জি সি-কে বলা হয়েছে কাজ শুরু হোক, রাজ্য সরকারও অর্থ দেবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রের সহায়তাও চাওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে রাজ্য সরকার তার সামর্থ অনুযায়ীই স্টেডিয়াম নির্মাণ করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই জায়গাতেই লন টেনিসের একটি আধুনিকমানের কমপ্লেক্স গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, রাজধানীর পর জেলা সদর এবং এরপর মহকুমায় এই পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খেলাধূলা হচ্ছে শিক্ষার অঙ্গ। শিক্ষার জন্যই সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। একইভাবে জোর দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতি চর্চার উপরও। এক সময় এই রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর অভাব থাকলেও এখন আর তা নেই। তিনি বলেন, আমাদের প্রশিক্ষকদের মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করতে হবে। দীপা কর্মকার, বিশ্বেশ্বর নন্দীতেই আমরা থেমে থাকতে চাই না। রাজ্যকে খেলাধূলার ক্ষেত্রে উপরের দিকে তুলে ধরার জন্য ৬টি ইভেন্টকে বেছে নেওয়া হয়েছে। যোগাসনে ত্রিপুরা এই মুহূর্তে ভারতের পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, গ্রাম ত্রিপুরার দিকে সংবেদনশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নজর দিতে হবে। ওই সমস্ত জায়গায় অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। প্রশিক্ষকদের ছেলে-মেয়েদের তাদের সন্তানের মতো যত্ন নিতে হবে। মাঠে যার যা দায়িত্ব তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে সমস্ত প্রয়াস সার্থক হবে।

সভাপতির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী বলেন, সারা রাজ্যে খেলাধূলার পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গ্রামে যে সমস্ত প্রতিভা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের তুলে এনে ভালো খেলোয়াড় তৈরী করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। দীপা কর্মকার ছাড়া অন্য খেলোয়াড়রাও যাতে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে সেজন্য প্রশিক্ষকদের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা বলেন, আগরতলা শহরের উন্নয়নের মানচিত্রে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে এই স্টেডিয়াম। পর্যটকদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে এই স্টেডিয়ামটিও জায়গা করে নিতে পারে বলে তিনি মনে করেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করা সোনার মেয়ে দীপা কর্মকার এই স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মনে হচ্ছে স্বপ্নের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আন্তর্জাতিকমানের যে কোনও স্টেডিয়ামের সঙ্গে এই স্টেডিয়ামটি সমতুল্য। দীপার প্রশিক্ষক দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বেশ্বর নন্দী বলেন, আজ খুবই আনন্দের দিন। এখন সবার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। রাজ্যের আরেক অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ বলেন, আজ মনে হচ্ছে সত্যিই স্বপ্ন পূরণ হলো। প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জী এই স্টেডিয়ামটির ভূয়সী প্রশংসা করে রাজ্য থেকে আরও দীপা কর্মকার তৈরী করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান।

ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, সবার দায়িত্ব থাকবে খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তা রক্ষা করার। ক্রীড়া পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান বিমল রায় চৌধুরী বলেন, এই পরিকাঠামো সঠিকভাবে ব্যবহার করা গেলে রাজ্যের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে। পর্ষদের প্রাক্তন সচিব কমল সাহা এই পরিকাঠামোর সদ্ব্যবহার করার জন্য খেলোয়াড়দের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার অসিত ভৌমিক। স্বাগত ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব সমরজিৎ ভৌমিক জানান, এই স্টেডিয়ামটি গড়ে তুলতে ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ৩৭২৬ স্কোয়ার মিটার এলাকা নিয়ে পুরো কমপ্লেক্সটি গড়ে উঠেছে। খেলার মাঠটির মোট আয়তন হচ্ছে ১২০০ স্কোয়ার মিটার। এতে মোট ২১০০ জন দর্শক বসে খেলা দেখতে পারবেন।

উদয়পুরে ১৭ জানুয়ারী থেকে শুরু হচ্ছে তবলা বাদন প্রশিক্ষণ

উদয়পুর,০৯ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং উদয়পুর কালচ্যারেল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আগামী ১৭ জানুয়ারী থেকে ১৯ জানুয়ারী তিন দিনব্যাপী উদয়পুরে গোমতী যাত্রী নিবাসের কনফারেন্স হলে তবলা বাদন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে ১০০ জন তবলা শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করবেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব।

ধলাইয়ে ছাগল পালন প্রকল্পে সহায়তা

আমবাসা,০৯ জানুয়ারী ।। প্রাণী পালনের মাধ্যমে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে ধলাই জেলার আমবাসা, সালেমা ও দুর্গাচৌমুহনী ব্লকের ২০৫টি দরিদ্র পরিবারকে ছাগল পালন প্রকল্পে সহায়তা দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২টি করে ছাগল দেয়া হয়েছে। এর জন্য জিলা পরিষদের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

যুবরাজনগর কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ভবন

কৈলাসহর,০৯ জানুয়ারী ।। যুবরাজনগর কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের উদ্বোধন হল। আজ আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিংহ। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। মানুষ যত শিক্ষিত হবে ততই কুসংস্কার মুক্ত হবে। ধর্মীয় ভেদাভেদ উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেকোন মূল্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে হবে। সবাইকে মনে রাখতে হবে শান্তিই উন্নয়নের মূলকথা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান ইনুস মিয়া খাদিম বলেন, সংখ্যালঘু অংশের মানুষের উন্নয়নে এম এস ডি পি প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে। তিনি বলেন, সঠিকভাবে স্কুলের সায়েন্স ল্যাবের ব্যবহার করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চা করতেও তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য আবুল খালেক, সমাজসেবী মবস্বর আলী, গৌরনগর ব্লকের বি ডি ও বি.বি. দাস এবং বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মুরারি মোহন সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন এস এম সির সভাপতি ফরমান আলী। উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েতের প্রধান মকধ্বজ আলী। তিন কক্ষ বিশিষ্ট বিজ্ঞান ভবনটি নির্মাণ সহ ল্যাবরেটরীর সামগ্রী ও আসবাবপত্রের জন্য ব্যয় হয়েছে ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৪২৯ টাকা।

প্রজাতন্ত্র দিবস : বিলোনীয়ায় নানা কর্মসূচি

বিলোনীয়া,০৯ জানুয়ারী ।। প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা পুলিশ সুপার মনচাক ইপ্পার, বিলোনীয়া মহকুমা শাসক স্মিতা মল এম এস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এবছর ৭দিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুষ্প প্রদর্শনী, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, ৫ কিমি ম্যারাথন দৌড়, শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো, জেলা ভিত্তিক লোক নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষ্যে ২১ জানুয়ারী থেকে ২৭ জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে। ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে সংহতি শোভা যাত্রা, বিলোনীয়া টাউন হলে আলোচনাচক্র, জেলা ভিত্তিক উপজাতি লোক নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২৩ জানুয়ারী নেতাজীর জন্ম দিন পালন করা হবে। এদিন নেতাজী ক্লাবের উদ্যোগে শহর এলাকায় ট্যাবলু প্রদর্শন করা হবে। ২৬ জানুয়ারী প্রভাত ফেরী, সকাল ৭টা বেসরকারী এবং সকাল ৭.৩০ মি: সরকারী প্রতিষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন, সকাল ৯টায় বিলোনীয়া বি কে আই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে মূল অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এরপর কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। অন্য দিকে বিলোনীয়া সাব-জেলের আবাসিক ও হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। সন্ধ্যায় বিলোনীয়া টাউন হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৭দিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। ২৭ জানুয়ারী বিলোনীয়া সাব-জেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মসূচি।

নতুনবাজারে শান্তি সম্প্রীতি উৎসব অনুষ্ঠিত

অমরপুর,০৯ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং অমরপুর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে নতুনবাজার লোকরঞ্জন শাখার সহযোগিতায় সম্প্রতি ব্লক ভিত্তিক শান্তি সম্প্রীতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নতুনবাজার গার্লস দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক পরিমল দেবনাথ। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, রাজ্যে জাতি উপজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ টিকিয়ে রাখতে হবে। রাজ্যে শান্তি আছে বলেই সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিকাশে জাতি উপজাতির মধ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ রক্ষা করে চলতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খেদারনাল এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান তৈল্যবাসী দেববর্মা ও ভোমরাদর এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান চানমোহন ত্রিপুরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। সভাপতিত্ব করেন নতুনবাজার এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান বলাই দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরিবেশিত হয় বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।